কন্যাশিশুদের সার্বিক অবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ২০২১-২০২২ এবং কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার চিত্র পর্যবেক্ষণ-২০২৩

আয়োজনে: জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ ও সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' কন্যাশিশু তথা নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনে কর্মরত সমমনা সরকারি-বেসরকারি ২০৬টি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্ল্যাটফর্ম।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,
প্রতি বছরই আমরা সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের সামনে উপস্থিত হই আমাদের কন্যারা কেমন আছে, বিশেষ করে তাদের প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার চিত্র নিয়ে। এর পেছনের কারণ হলো এখনও আমাদের দেশে কন্যাশিশুরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।

৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এ দিবসটির মূল তাৎপর্য হলো কন্যাশিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করা এবং চ্যালেঞ্জগুলোর বিপরীতে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কী কী করণীয় রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা এবং সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

এবারের কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়: 'বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার'।

এই প্রতিপাদ্য কেবল কন্যাশিশুদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, এটি একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের পূর্বশর্ত। কারণ উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে কন্যাশিশুদের প্রতি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,
আজ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে।
১. কন্যাশিশুদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে 'Status of Girl Children 2021-22' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনের ছয়টি অধ্যায়ে কন্যাশিশুদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদন থেকে কন্যাশিশুদের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায় থেকে গৃহীত পদক্ষেপ, কন্যাশিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। আমরা আজ এই প্রতিবেদনটির মোড়ক উন্মোচন করবো।
২. প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমরা চলতি বছরের (২০২৩) জানুয়ারি-আগস্ট পর্যন্ত কন্যাশিশুদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা ও নির্যাতনের চিত্র উপস্থাপন করছি।

প্রতিবেদনটি (Status Of Girl Children 2021-2022) কন্যাশিশুদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণাসমূহের আলোকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কন্যাশিশুদের সুরক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনের ছয়টি অধ্যায়ে ৪৭টি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায় থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, পুষ্টি, নির্যাতন ও সহিংসতা এবং আইনি সহায়তা প্রদানে যে সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সে বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গৃহীত এই উদ্যোগগুলোর সীমাবদ্ধতা বা চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের উদ্দেশ্য

১. আমাদের দেশে কন্যাশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, যৌন হয়রানি এবং তাদের সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান বিভিন্ন আইনি কাঠামোসহ সমন্বিতভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা, যা থেকে কন্যাশিশুসহ সর্বস্তরের নাগরিকগণ একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন।

২. কন্যাশিশুদের উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায় থেকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, সাংবিধানিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত অধিকারের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা, যার ফলে কন্যাশিশুসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।
৩. বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের ভিত্তিতে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতির সীমাবদ্ধতাসমূহ, শিশুদের জন্য আলাদা অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয়তা, তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে অনুমোদিত বাজেট ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো খুঁজে বের করা। সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণে শিশুদের জীবনে, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় প্রভাব নিয়ে পরবর্তী গবেষণার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যাতে এসডিজির অভীষ্ট অর্জনের সূচকে বাংলাদেশ আরও একধাপ এগিয়ে যেতে পারে।
৪. প্রয়োজন মোতাবেক আইনের প্রাসঙ্গিক ধারা সংযোজন/বিয়োজন অথবা নতুন কোনো আইন তৈরিতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করা।

প্রতিবেদন তৈরির পদ্ধতি

১. গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে;
২. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
৩. প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সোর্স হতে উপাত্ত নেওয়া হয়েছে।
৪. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পথটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ছিল;
২. কেআইআই (কী ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ) করার জন্য যথেষ্ট সময় লেগেছে;
৩. বাল্যবিবাহ/সাইবার বুলিংয়ের শিকার কন্যাশিশুরা এসব নিয়ে মুখ খুলতে চায় না। এ সম্পর্কে কোনো পরিসংখ্যান দৈনিক পত্রিকা বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে আসে না। অথচ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বলে এই দুই বিষয়ে কন্যাশিশুরা প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হচ্ছে। সুতরাং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ অনেকটা সময়সাপেক্ষ;
৪. এটি যেহেতু প্রথম প্রতিবেদন, সুতরাং প্রতিবেদনের আঙ্গিক, পরিধি নিয়ে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে, যা পরবর্তী সংস্করণে সকলের পরামর্শ মোতাবেক সমৃদ্ধ করা হবে।

এই রিপোর্ট বিশ্লেষণ থেকে দুই ধরনের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে, ১. স্বল্পমেয়াদি; ২ দীর্ঘমেয়াদি।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মীয় নেতাদেরকে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, যাতে করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে;
২. তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পবিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা, তাদেরকে সংগঠিত করা, যাতে একটি টেকসই ও উন্নয়নমুখী সমাজ গড়ে তোলা যায়। এরফলে বাল্যবিয়ে, মাদক গ্রহণ, ছিনতাই ও কন্যাশিশুদের প্রতি যৌন হয়রানিমূলক কার্যক্রম বন্ধ হবে;
৩. কন্যাশিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি আরও সম্প্রসারণ করা;
৪. কন্যাশিশুদের প্রতি যৌন হয়রানি, ধর্ষণ ইত্যাদি বন্ধের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন পাশ করা;
৫. বিদ্যমান আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ/বাস্তবায়নের জন্য জরুরিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৬. বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়স বিভিন্নভাবে উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি অনেক ক্ষেত্রেই জটিলতার সৃষ্টি করছে, যা নিরসনে শিশুর বয়স নির্ধারণে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দীর্ঘমেয়াদি

১. প্রয়োজনের ভিত্তিতে নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের যদি কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কাজ করা;
২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
৩. দীর্ঘমেয়াদি যেসকল পরিকল্পনা করা হয়, ঐ সকল পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেসকল অর্জন বা চ্যালেঞ্জ আছে, তা পর্যালোচনা করে পুনরায় পরিকল্পনা তৈরি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রিয় বন্ধুগণ,
এ প্রতিবেদনটি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে। এখানে একদল তরুণ বন্ধু কাজ করেছেন। আমাদেরকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন অ্যাডভোকেট নাজমুন জামান চৌধুরী এবং তিনটি সংগঠন– এডুকো বাংলাদেশ, গুড নেইবারস এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ। এর বাইরেও ফোরামের সকল সংগঠন তথ্য, ছবি, প্রাইমারি ডাটা সংগ্রহ করে দেওয়া-সহ প্রত্যেকটি কাজে সহায়তা করেছে। আমরা তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এবার আমরা কন্যাশিশুদের প্রতি প্রতিনিয়ত যেসকল নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে চলছে তারই একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরবো। এ পরিসংখ্যানের সময়কাল **জানুয়ারি থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত**।

আপনারা জানেন, কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা আমাদের দেশে এক নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদেরকে দুইভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। একদিকে সামগ্রিকভাবে সমাজের নিপীড়িতদের একজন হিসেবে, অন্যদিকে কেবল নারী হওয়ার কারণে, যাকে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন বলা হয়। নবজাতক কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের যে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ৮০ বছরের বৃদ্ধ নারীর প্রতিও একই দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান। তবে সময়, বয়স ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে অনেক সময় নিপীড়কের চেহারা ভিন্ন হয়, নিপীড়কের ভূমিকাও ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, নারী ও কন্যাশিশুরা সর্বত্রই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

পুলিশ সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সারাদেশের থানায় বিগত পাঁচ বছরে (২০১৮-২২) ২৭ হাজার ৪৭৯টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। নারী নির্যাতনের মামলা হয়েছে ৫৯ হাজার ৯৬০টি। এর মধ্যে ২০২২ সালে সারাদেশে চার হাজার ৭৬২টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। একই বছর নারী নির্যাতনের মামলা হয়েছে ৯ হাজার ৭৬৮টি। এ সময় রাজধানী ঢাকায় তিন হাজার ৪২টি ধর্ষণ মামলা করা হয়েছে, এর মধ্যে নারী দুই হাজার ৪৭০ জন এবং শিশু ৫৭২ জন এবং ধর্ষণ মামলা হয়েছে ৫২৩টি, যার মধ্যে নারী ৪৩০ জন এবং শিশু ৯৩ জন (*কালেরকণ্ঠ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো–
ফোরাম সদস্যবৃন্দ মনে করেন, কন্যাশিশুদের প্রতি বঞ্চনার শুরু হয় তার জন্মলগ্ন থেকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রূণাবস্থা থেকেই। তাই তাঁদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও বঞ্চনা প্রতিরোধের কর্মকৌশল নির্ধারণ, পাশাপাশি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কন্যাশিশুদের সার্বিক চিত্র জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে জানা প্রয়োজন তাদের বেড়ে ওঠার পথে মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে। আমরা বিশ্বাস করি, কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন বন্ধ এবং তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মিডিয়া একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনাদের বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করার মাধ্যমে নীতি-নির্ধারকগণ কিছু বিষয়ের প্রতি তাঁদের আরও মনোযোগ বৃদ্ধি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। একটি শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতি তেরি ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,
গত কয়েক বছর ধরেই আমরা কন্যাশিশু নির্যাতন পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করে আসছি। এই নির্যাতন শুধু ঘরের বাইরেই নয়, নিজ ঘরেও ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। প্রতিনিয়তই ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, নির্যাতনসহ বিভিন্ন ঘটনা সাধারণ মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। অপরাধপ্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ভয়ঙ্কর বর্বরতা ও হিংস্রতা। এগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনও বটে। আমরা মনে করি, একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কন্যাশিশুদের অধিকার, তাদের শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ-সহ নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৭০টি দৈনিক পত্রিকা (২৪টি জাতীয় দৈনিক, ৪৫টি স্থানীয় পত্রিকা, ৫টি অনলাইন) এবং মাঠ পর্যায় থেকে সরাসরি ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট সতেরটি (১৭টি) ক্যাটাগরির আওতায় ৭০টি সাব-ক্যাটাগরিতে এসব তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি কন্যাশিশুদের প্রতি এসকল নির্যাতন ও সহিংসতার বিপরীতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই, নির্যাতনের ক্ষেত্রে নির্যাতিত কন্যাশিশু বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও, সে তুলনায় অভিযুক্তদের আটক হওয়া, শাস্তি পাওয়া বা ন্যায়বিচার পাওয়ার সংখ্যা নেই বললেই চলে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিচারহীনতার সংস্কৃতির জন্য নির্যাতন ও সহিংসতা দিন দিন ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম হচ্ছে এবং অপরাধীরা ক্রমাগত উৎসাহিত হচ্ছে অপরাধমূলক কার্যক্রম করতে।

কন্যাশিশুদের প্রতি বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের যে চিত্র আমরা পেয়েছি, তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি:

১. যৌন হয়রানি ও নির্যাতন
আমাদের কন্যাশিশু ও নারীরা পথে-ঘাটে, যানবাহনে, বাজারে, পাবলিক প্লেসে, এমনকি শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বাসা বাড়িতে হরহামেশা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। গত ৮ মাসে মোট ৩২৯ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই নির্যাতনগুলোর অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে রাস্তায়, নিজ বাসায়, নিকটতম আত্মীয়-পরিজন ও গৃহকর্তার দ্বারা। যৌন নির্যাতনে আরেক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে তা হলো পর্নোগ্রাফি। এই সময়কালে পর্নোগ্রাফির শিকার হয়েছে ৩০ জন কন্যাশিশু।

২. অ্যাসিড সন্ত্রাস: অ্যাসিড আক্রমণের শিকার হয়েছে ২ জন কন্যাশিশু, পারিবারিক বিবাদ ও প্রেমে প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে।

৩. অপহরণ ও পাচার: অপহরণ ও পাচারের শিকার হয়েছে ১০৪ জন কন্যাশিশু। এরমধ্যে অপহরণের শিকার হয়েছে ৫০ জন কন্যাশিশু।

৪. বাল্যবিবাহ: বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, দেশের ২৩টি জেলার ৫২টি উপজেলার ১৩৬টি ইউনিয়নে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাল্যবিবাহ হয়েছে ২৬০ জন কন্যাশিশুর এবং বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়েছে ২১ জনের। এর বাইরে আমরা তথ্য পেয়েছি যে, ঐ সকল ইউনিয়নে আরও প্রায় ১ হাজার ৫২৫ জন কন্যাশিশুর বাল্যবিয়ে হয়েছে, যদিও বাল্যবিবাহের শিকার হওয়া কন্যাশিশুর অভিভাবকরা এই বিষয়ে সরাসরি কোনো স্বীকারোক্তি দেয়নি। তবে আশার কথা হলো, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের তথ্যানুসারে, ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে এসে বাল্যবিবাহ হার কমেছে প্রায় ২৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ সরকার বাল্যবিবাহ বন্ধে আইন ও বিধিমালা যুগোপযোগী করা-সহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে হটলাইন '১০৯৮', নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে হটলাইন '১০৯' ও পুলিশি সহায়তার জন্য হটলাইন '৯৯৯' চালু করেছে। এসকল হটলাইনের মাধ্যমে আমাদের বহু কন্যাশিশু নিজ উদ্যোগে এবং প্রতিবেশীর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ১০৯৮ এর ব্যবস্থাপকের তথ্য মোতাবেক, পূর্বের তুলনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এই নাম্বারে ফোন কলের পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. ধর্ষণ: বর্তমানে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও ধর্ষণ যেনো প্রতিযোগিতা করে বেড়েই চলেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব থেকে নিকৃষ্টতম রূপ হলো এই ধর্ষণ। কন্যাশিশুর দেহের ওপর আক্রমণ, পুরুষের পুরুষত্ব প্রমাণের ক্ষেত্র, সৈনিকের যুদ্ধ জয়ের অস্ত্র যেন এই ধর্ষণ। পত্রিকা খুললেই প্রতিনিয়ত ধর্ষণের মতো ঘটনার নিকৃষ্টতম তথ্য আমরা দেখতে পাই। গত ৮ মাসে মোট ৪৯৩ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এছাড়া ১০১ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে একক ধর্ষণের শিকার ৩২২ জন, গণধর্ষণের শিকার হয় ৭২ জন কন্যাশিশু, প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু রয়েছে ৩৯ জন। ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীভেদে কেউ বাদ যায়নি এই জঘন্যতম বর্বরতামূলক আচরণ থেকে।

প্রেমের অভিনয়ের ফাঁদে ফেলে ৭০ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মতো জঘন্যতম অপরাধের শিকার হতে হচ্ছে ১ বছর বয়সের শিশুদেরকেও, যারা যৌনতা বোঝাতো দূরের কথা, কথা বলতেও শিখেনি। দুঃখজনক হলেও সত্য এর মধ্যে বেশকিছু ঘটনা আছে যা, নিকটাত্মীয় দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ধর্ষণের শিকার এসকল কন্যাশিশুরা সারাজীবন একটা ট্রমার মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে অপারগ হয়; যার কুফল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপরও পড়ে।

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' এর ধারা ২০(৩)-এ বলা হয়েছে, বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনালকে কাজ শেষ করতে হবে। আইনে থাকলেও বাস্তবে তা কার্যকর হচ্ছে না।

আশার বিষয় হলো, কন্যাশিশুদের প্রতি নির্যাতনের ৬৪৯টি অপরাধের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন অভিভাবকরা। তবে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিচারের জন্য কেবল মামলা দায়ের করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অল্পসংখ্যক আটক এবং পরবর্তীতে জামিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে বিচার প্রক্রিয়া। চূড়ান্ত শাস্তির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে, ২০২২ সালে উচ্চ আদালতের তথ্য অনুসারে, ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের ৯৯টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১ লাখ ৭৮ হাজার ২৩১। সবচেয়ে বেশি বিচারাধীন মামলা রয়েছে ঢাকার ৯টি নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে, এ সংখ্যা ১৮ হাজার ২৫।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তথ্য অনুসারে, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে এ বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের বিভিন্ন ধারায় নারী ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার। ৬৫ শতাংশের বেশি মামলা যৌতুক ও ধর্ষণের অভিযোগে। এই আইনে শিশু ভুক্তভোগী এমন মামলা হয়েছে ১ হাজার ৮৮৮টি। (তথ্যসূত্র: *প্রথম আলো*, নভেম্বর ২০২২)

৬. গৃহশ্রমিক নির্যাতন: সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা গৃহশ্রমিক নির্যাতনের মোট ২৬টি তথ্য পেয়েছি। এরমাঝে ১৩ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ৩ জনকে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

৭. শিক্ষাকেন্দ্রিক/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কন্যাশিশু নির্যাতন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। এবিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের আইন থাকা সত্ত্বেও গত ৮ মাসে ৩৬ জন কন্যাশিশু শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

৮. আত্মহত্যা: কন্যাশিশুরাই শুধু নয়, কোনো একজন শিশু আত্মহত্যার পথ বেছে নিবে এটি মোটেও কাম্য নয়। এর মাধ্যমে পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রের ওপরও দায়ভার এসে পড়ে। তথ্য মোতাবেক, গত ৮ মাসে ১৮১ জন কন্যাশিশু আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এর পেছনে মূলত যে কারণগুলো কাজ করেছে তা হলো হতাশা, পারিবারিক মতানৈক্য বা দ্বন্দ, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়া এবং শারীরিকভাবে যৌন নির্যাতন, যা নির্ভয়ে প্রকাশ করার মতো কোনো আশ্রয়স্থল না থাকা।

৯. হত্যা: গত ৮ মাসে ১৩৬ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এর অন্যতম কারণগুলো ছিল পারিবারিক দ্বন্দ্ব, আগে থেকে পারিবারিক শত্রুতার জের, ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন ইত্যাদি।

১০. পরিত্যক্ত কন্যাশিশু: একুশ শতাব্দীতে এসে এখনও কন্যাশিশুকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা, মানুষ হিসেবে তার অধিকার বিবেচনায় নেওয়া, ছেলেশিশুর ন্যায় সম-মর্যাদা দেওয়ার মনোভঙ্গি অনেকের মধ্যেই গড়ে ওঠেনি। যা প্রতীয়মান হয় গত ৮ মাসে ১১ জন কন্যাশিশুকে বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখে যাওয়ার মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে।

১২. পানিতে পড়ে শিশুমৃত্যু: প্রতি বছরই শিশুদের একটি বড় অংশ পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। এটি মোটেই কাম্য নয়। এ বছর ৩০৭ জন কন্যাশিশু পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এজন্য অভিভাবকদেরকে সচেতন হতে হবে।

১৩. সাপের কামড়ে শিশু মৃত্যু: সাপের কামড়ে মৃত্যুবরণ করেছে ২৭ জন কন্যাশিশু। এবিষয়ে জনসচেনতা সৃষ্টি-সহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সকল হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম রাখা প্রয়োজন।

১৪. সাইবার বুলিং: ভার্চুয়াল জগতে নানাবিধ হয়রানি অর্থাৎ সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে আমাদের নারী ও কন্যাশিশুরা। যেহেতু ব্যক্তি পর্যায়ে এই অপরাধ হয়, তাই এর সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস (সিসিএ) ফাউন্ডেশন-এর তথ্যমতে, ২০২২ সালে সাইবার অপরাধে শিশু ভুক্তভোগীর হার বেড়েছে ১৪০ দশমিক ৮৭। ভুক্তভোগীদের ৭৫ শতাংশই তরুণ, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। লিঙ্গভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যানে সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগীদের মধ্যে নারীদের হার বেশি (৫৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ)। প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা বলছে, সাইবার অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদের ৫০ দশমিক ২৭ শতাংশই ভুগছেন সাইবার বুলিংয়ের কারণে। কিন্তু বিদ্যমান আইন সম্পর্কে না-জানা (২৪ শতাংশ), বিষয়টি গোপন রাখার প্রবণতা (২০ শতাংশ) এবং আইনিব্যবস্থা নিয়ে উল্টো হয়রানির আশঙ্কার কারণে (১৮ শতাংশ) ভুক্তভোগীরা আইনের আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

১৫, রহস্যজনক মৃত্যু: তথ্য মোতাবেক ৪৭ জন কন্যাশিশু মৃত্যু বরণ করেছে । কিন্তু কেন মৃত্যু হয়েছে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া য়ায়নি।

আমাদের সুপারিশমালা

১ শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার সকল ঘটনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২. উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে সর্বস্তরের জন্য 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন' নামে একটি আইন জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে;
৩. ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ আসলে ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার পরিবর্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করতে হবে যে, সে এ ঘটনা ঘটায়নি, এ সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের বিধান সংশোধন করতে হবে।
৩. বর্তমানে বেশিরভাগ শিশুই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে। তাই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তির নেতিবাচক দিক থেকে তাদেরকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য উচ্চপর্যায়ের আইসিটি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় সব ধরনের পর্নোগ্রাফিক সাইট বন্ধ করতে হবে, কোনো কন্যাশিশু যাতে পর্নোগ্রাফির শিকার না তা নিশ্চিত করতে হবে, সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে;
৪. কন্যাশিশু নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে;
৫. শিশু সুরক্ষায় শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন করতে হবে;
৬. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাজেট বৃদ্ধি করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কন্যাশিশু ও তাদের অভিভাবকদের এর আওতায় আনতে হবে;
৭. বাল্যবিবাহ বন্ধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারী বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে;
৮. ক্রমবর্ধমান কন্যাশিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারী-পুরুষ, সরকার, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, পরিবার সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে;
৯. কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতারোধে তরুণ-যুবসমাজকে সচেতনকরণ সাপেক্ষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
পরিশেষে, আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা সবসময় বিভিন্ন পরিস্থিতির উন্নয়নে আমাদের পাশে সহযোগী বন্ধু হিসেবে থেকেছেন। আপনাদের লেখার মাধ্যমে আমাদের বার্তা সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে নীতি-নির্ধারকগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই আবারও আমাদের আহ্বান, আমাদের উত্থাপিত সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে আপনারা আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরবেন। কন্যাশিশু বা নারী নির্যাতনের বিষয় থানায় রিপোর্টিং বা পত্রিকায় শুধু তখনই প্রকাশিত হয়, যখন নির্যাতনের কারণে কন্যাশিশু এবং নারীর মৃত্যু বা অঙ্গহানি হয়। কন্যাশিশুর জীবনের অসহায়তা ও নির্যাতনের যে চিত্র এখানে ফুটে ওঠেছে, তার দায় সমগ্র জাতির ওপর বর্তায়। আর একজন কন্যাশিশুকে যাতে নির্যাতনের শিকার হতে না হয়, আত্মহত্যা করতে না হয়, তাদেরকে মৃত্যুর কোপানলে পড়তে না হয়। এজন্য সকল নীরবতা ভেঙে পরিবার ও সমাজের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে এবং তা একমাত্র আপনাদের লেখনী এবং রাষ্ট্র-সহ আমাদের সকলের দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়েই সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র:
জাতীয় পত্রিকা: প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, সমকাল, ইত্তেফাক, আজকালের খবর, আজকের পত্রিকা, আলোকিত বাংলাদেশ, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের সময়, আমার সংবাদ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বাংলাদেশের খবর, ভোরের ডাক, ভোরের কাগজ, বণিক বার্তা, ইনকিলাব, যায় যায় দিন, জনতা, করতোয়া, খবরপত্র, খবর, মানবজমিন, মানবকণ্ঠ, নয়াদিগন্ত, সংবাদ, সংবাদ প্রতিদিন, সংগ্রাম, শেয়ারবিজ, ভোরের পাতা, এশিয়ান এজ, বাংলাদেশ পোস্ট, বাংলাদেশ টুডে, ডেইলি অবজারভার, দ্য ডেইলি স্টার, ডেইলি সান, ঢাকা ট্রিবিউন, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, নিউ এজ, নিউ নেশন, পিপলস টাইম, সময়ের আলো, দেশ রূপান্তর, আমাদের নতুন সময়, আওয়ার টাইমস, খোলা কাগজ, ঢাকা টাইমস, প্রতিদিনের সংবাদ, দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ড, ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি, আল ইহসান, আজকের জীবন, আনন্দবাজার, এশিয়া বাণী, বাংলাদেশ বুলেটিন, বাংলাদেশ কণ্ঠ, বাংলাদেশের আলো, বাংলাদেশ সময়, ভোরের দর্পণ, বিজনেস পোস্ট, ডেইলি ট্রাইব্যুনাল, প্রতিদিনের কথা, বাংলাদেশ এক্সপ্রেস, শতকণ্ঠ, সময়ের কাগজ, দেশের পত্র, অর্থনীতির কাগজ, এই বাংলা, নিউজ টাইমস, বাণিজ্য প্রতিদিন, সাম্প্রতিক দেশকাল, সমাচার, সমাজ সংবাদ, আমার সময়, বাংলাদেশ নিউজ, ডেলটা নিউজ, ঢাকা প্রতিদিন, দিন পরিবর্তন, জবাবদিহি, খেলার খবর, রুপালী দেশ।

স্থানীয় পত্রিকা: দৈনিক আজকের বার্তা, দৈনিক আজকের পরিবর্তন, দৈনিক বরিশাল প্রতিদিন, দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল, দৈনিক মতবাদ, দৈনিক শাহনামা, দৈনিক বগুড়া, দৈনিক চাঁদনী বাজার, ডেইলি বোগরা, দৈনিক আজাদী, দৈনিক চট্টগ্রাম মঞ্চ, দৈনিক সাঙ্গু, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক পূর্বকোণ, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ, দৈনিক আমাদের কুমিল্লা, দৈনিক কুমিল্লার কাগজ, দৈনিক রূপসী বাংলা, দৈনিক অনির্বাণ, দৈনিক জন্মভূমি, দৈনিক প্রবাহ, দৈনিক প্রবর্তন, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, দৈনিক সময়ের খবর, দৈনিক আজকের খবর, দৈনিক আজকের ময়মনসিংহ, দৈনিক জাহান, দৈনিক স্বদেশ সংবাদ, দৈনিক আমাদের রাজশাহী, দৈনিক বার্তা, দৈনিক রাজশাহী, দৈনিক নতুন প্রভাত, দৈনিক রাজশাহী আলো, দৈনিক সোনালী সংবাদ, দৈনিক সোনালী সংবাদ, দৈনিক সোনার দেশ, দৈনিক সানসাইন, দৈনিক দাবানল, ডেইলি আখিরা, ডেইলি পরিবেশ, যুগের আলো, দৈনিক জালালাবাদ, দৈনিক যুগভেরী, দৈনিক কাজীবাজার, দৈনিক শ্যামল সিলেট, দৈনিক সিলেট বাণী, দৈনিক সিলেটের ডাক, দৈনিক উত্তর-পূর্ব।